AKASHVANI (Kolkata)

Regional News Unit

Date : 01-02-2026 **Desk in Charge: Susmita M.**

Time : 7-50 PM **Compiling : Shankar M.**

DEO : KB **NRT : Sudip B. & Priya B.**

Announcement :- আকাশবাণী /খবর পড়ছিঃ-

বিশেষ বিশেষ খবরঃ-

১/ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগামী অর্থ বছরের বাজেট পেশ করে বলেছেন, দারিদ্র দূরীকরণে ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ওপর এই বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে। #বাজেট ঘাটতির পরিমাণ আনুমানিক GDP-র চার দশমিক তিন শতাংশ।

২/ পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি থেকে সুরাট- বিশেষ পণ্যবাহী করিডর, শিলিগুড়ি-বারানসী সহ সাতটি উচ্চ গতিসম্পন্ন রেল করিডর এবং দুর্গাপুরে শিল্প করিডর গড়ে তোলার কথাও অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।

৩/ ব্যক্তিগত আয়কর হারে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। #আয়কর আইনের বিধিনিয়ম ও ফর্ম, আরো সরল করা হচ্ছে।

৪/ বাজেট প্রস্তাবের ফলে বিভিন্ন ওষুধের দাম, বস্ত্র, সৌর প্যানেল, জুতো, শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রার খরচ কমবে। বাড়বে মদ, সিগারেট এবং কয়লা সহ কিছু খনিজের দাম।

৫/ রাজ্যের বণিক মহল, কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে। # রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

৬/ রাজ্যে আগামীকাল এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।

****

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আজ লোকসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন। শ্রীমতি সীতারামনের এটি পরপর নবম বাজেট। একে যুবশক্তি পরিচালিত বাজেট আখ্যা দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দারিদ্র দূরীকরণ ও দেশের জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ওপর এই বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক বিকাশ আরও জোরদার করা, জনগণের সক্ষমতা নির্মাণ এবং প্রতিটি পরিবার, সম্প্রদায়, অঞ্চল ও ক্ষেত্রের কাছে সহায় সম্পদ এবং সুবিধা পৌঁছে দেওয়া- এই তিনটি কর্তব্য মাথায় রেখে বাজেট তৈরি করা হয়েছে।

(বাইট- ইন্ট্রো)

এই বাজেটে ৪৯ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকার মোট ব্যয়ের সংশোধিত হিসেব দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ GDP-র চার দশমিক ৩ শতাংশ হবে বলে হিসেব করা হয়েছে। চলতি বছরে এই পরিমাণ চার দশমিক চার শতাংশ।

ষোড়শ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্র, ২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যগুলির জন্য এক লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে বলেও অর্থমন্ত্রী জানান।

বাজেট প্রস্তাবে **খাদি,** হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প ক্ষেত্রকে মজবুত করতে **মহাত্মা গান্ধী গ্রাম-স্বরাজ** উদ্যোগ চালুর কথা বলা হয়েছে। জাতীয় ফাইবার যোজনা ও জাতীয় হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প কর্মসূচিকে একসঙ্গে মিলিয়ে বৃহৎ বস্ত্র পার্ক তৈরি করা হবে। অর্থমন্ত্রী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্যোগের বিকাশ তহবিলের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বাছাই করা কিছু ক্ষেত্রের অগ্রণী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পদ্যোগকে আর্থিক উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে।

****

পাঁচ বছরে বায়োলজি ও বায়োসিমিলারের দেশীয় উৎপাদনের জন্য একটি পরিমণ্ডল গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। এজন্য বায়োফার্মা শক্তি খাতে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করতে চাওয়া হয়েছে। তিনটি নতুন জাতীয় ভেষজ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। এই ধরণের ৭টি প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ঘটানো হবে।

ইলেক্ট্রনিক্স কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিমের বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা করতে চাওয়া হয়েছে। শ্রীমতি সীতারামন বলেন, কন্টেইনার প্রস্তুত করার জন্য আগামী ৫ বছরে বরাদ্দ হবে ১০ হাজার কোটি টাকা।

৫ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার শহরগুলির পরিকাঠামো বিকাশের জন্য ১২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানিয়েছেন শ্রীমতী সীতারামন।

এরাজ্যের ডানকুনি থেকে গুজরাটের সুরাট পর্যন্ত একটি নতুন বিশেষ পণ্যবাহী করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি-বারানসি, বারানসি-দিল্লি, মুম্বাই-পুনে, পুনে-হায়দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ-ব্যাঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ-চেন্নাই ও চেন্নাই-ব্যাঙ্গালুরু–এই ৭টি উচ্চগতি সম্পন্ন রেল করিডোর গড়ে তোলা হয়েছে।

(বাইট- ডানকুনি ফ্রেইট করিডোর)

দুর্গাপুরে শিল্প করিডোর তৈরির কথাও ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। পাঁচ পূর্বোদয় রাজ্যে পাঁচটি পর্যটন গন্তব্য গড়ে তোলা হবে। সেখানে চার হাজার ই-বাসের বন্দোবস্ত করা হবে।

(বাইট- দুর্গাপুর করিডর)

****

অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, আসাম, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরার বৌদ্ধ ক্ষেত্রগুলির বিকাশের জন্য একটি যোজনা আনা হচ্ছে।

ওড়িশার তালচেরের মতো খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আগামী ৫ বছরে ২০টি নতুন জাতীয় জলপথ চালু করা হবে। অর্থমন্ত্রী, অভ্যন্তরীণ জলপথের চাহিদা মেটাতে বারানসী এবং পাটনায় জাহাজ মেরামতির কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

রেল এবং সড়ক পথের পরিবর্তে জলপথে যাতে আরও বেশি পণ্য পরিবহণ করা হয়, সেজন্য কোস্টাল কার্গো প্রমোশন স্কিমের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি।

বিদ্যুৎ, ইস্পাত, সিমেন্ট, তেল শোধনাগার ও রাসায়নিক কারখানায় কার্বনের সদব্যবহারের জন্য আগামী ৫ বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের পর্যালোচনা করে বিকশিত ভারতের জন্য ব্যাঙ্কিং বিষয়ক উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠনের প্রস্তাব এই বাজেটে রয়েছে।

বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রা তালিকাভুক্ত ভারতীয় কোম্পানিতে, ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগ করতে পারবেন। তবে সেটা হতে হবে পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের মাধ্যমে।

সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও শিল্পদ্যোগ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গড়ে তুলবে। এর লক্ষ্য হবে পরিষেবা ক্ষেত্রকে বিকশিত ভারতের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

****

ক্যান্সার রোগীদের ১৭টি ওষুধের ওপর মূল সীমা শুল্ক তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভারতকে চিকিৎসা পর্যটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ৫টি আঞ্চলিক মেডিকেল হাব তৈরিতে সরকার সহায়তা জোগাবে। তৈরি হবে তিনটি নতুন আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠান। সরকার উত্তরভারতে নিমহ্যান্স ২ গড়ে তুলবে এবং রাঁচি ও তেজপুরের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন ঘটাবে। বৃহৎ শিল্প করিডোরের কাছাকাছি ৫টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় টাউনশিপ গড়ে তোলার প্রস্তাব এই বাজেটে রয়েছে। আগামী এক দশকে দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সরকার খেলো ইন্ডিয়া মিশন চালু করবে।

মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইবুনালের যেকোনো সুদ আয়কর থেকে ছাড় পাবে। ভারতের ডেটা সেন্টার ব্যবহার করে গোটা বিশ্বের গ্রাহকদের ক্লাউড সার্ভিস দিয়ে থাকে এমন

যেকোনো বিদেশী কোম্পানী, ২০৪৭ সাল পর্যন্ত ট্যাক্স হলিডের আওতায় আসবে বলে অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। যেসব অনাবাসী ভারতীয় আনুমানিক ভিত্তিতে কর দিয়ে থাকেন তাঁদের আর ন্যুনতম বিকল্প কর বা ম্যাট দিতে হবে না। ব্যক্তিগত আয়কর হারে কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। ২০২৫ এর নতুন আয়কর আইন এবছর পয়লা এপ্রিল থেকে বলবত হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। আয়কর আইনের বিধি নিয়ম এবং ফর্ম আরও সরল করা হবে। শীঘ্রই জারি করা হবে এসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও।

(বাইট- ট্যাক্স রিটার্ন)

****

রপ্তানিযোগ্য সমুদ্রজাত খাদ্যপণ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে মাসুল ছাড়ের সীমা বাড়ানো হয়েছে। **চর্ম** বা সিন্থেটিক জুতোর রপ্তানি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উপকরণের আমদানি শুল্ক মুক্ত করা হয়েছে। সোলার গ্লাস তৈরির জন্য ব্যবহৃত সোডিয়াম অ্যান্টিমোনেটের আমদানির ওপর মূল সীমা শুল্কে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বায়োগ্যাস মিশ্রিত সিএনজির উৎপাদন শুল্কের মধ্যে বায়োগ্যাসের গ্যাসের পরিমাণের ওপর কোনো কর দিতে হবে না। ডিভিডেন্ট এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আয় থেকে সুদ বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষা এবং চিকিৎসার উদ্দেশে বিদেশ যাওয়ার জন্য টিসিএস হার ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হচ্ছে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল অথবা গভীর সমুদ্রে ভারতীয় জলযানগুলি যে **মাছ** ধরবে তাতে কোনো মাসুল দিতে হবে না।

****

বাজেট প্রস্তাবের ফলে হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস সহ ৭টি বিরল রোগের ওষুধের দাম কমবে। হ্রাস পাবে বস্ত্র, সোলার প্যানেল, জুতো সহ চর্মজাত দ্রব্য, সামুদ্রিক খাদ্য, ব্যাটারি, বায়োগ্যাস, বিমান ও টেলিভিশনের যন্ত্রাংশ, মাইক্রোওভেন, মোবাইল ফোন ইত্যাদির দামও। শিক্ষা, চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রার খরচ কমছে।

মদ, সিগারেট, কয়লা, লোহা সহ খনিজের দাম বাড়তে পারে।

****

বিজেপি, কেন্দ্রের বাজেটকে বিকাশমুখি বলে দাবি করেছে। আজ দলের সল্টলেক অফিসে এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের বিধায়ক অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে মূলধনী খাতে ব্যয় ১১ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ১২ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। (তাই এটা বৃদ্ধি ভিত্তিক বাজেট বলে শ্রী লাহিড়ী দাবি করেছেন।)

(বাইট- অশোক লাহিড়ী)

বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য একে বিকশিত পশ্চিমবঙ্গের বাজেট বলে উল্লেখ করেছেন। (বাইট- শমীক)

কেন্দ্রীয় বাজেটে রাজ্যকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। দিল্লি রওনা হওয়ার আগে আজ বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ২ লক্ষ কোটি টাকা পায়। বাজেটে সে প্রসঙ্গে কিছুই বলা হয়নি। তিনি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ২০০৯ এর রেল বাজেটে, ফ্রেট করিডরের কথা ঘোষণা করেছিলেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি।

(বাইট – মমতা)

রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের প্রধান মুখ্য উপদেষ্টা ড. অমিত মিত্র বলেছেন, বাজেটে তথ্যের জাগলারি ছাড়া আর কিছু নেই। শিক্ষা, কৃষি, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ সহ সব গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দের হার বছরের পর বছর কমছে বলেই তাঁর অভিযোগ।

CPIM কেন্দ্রীয় বাজেটকে “জনবিরোধী ও রাজ্যবিরোধী” বলে আখ্যা দিয়েছে। দলের পলিট ব্যুরোর তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে বাজেটে মূলত বড়

ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও ধনী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। কমানো হয়েছে সাধারণ মানুষ, কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ।

কেন্দ্রিয় বাজেটে সাধারণ মানুষের রুজি রোজগার, বেকারত্ব দূরীকরণ নিয়ে কোন সংস্থান রাখা হয়েছে কিনা বাজেট প্রতিক্রিয়ায় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

(বাইট- অধীর চৌধুরী)

****

রাজ্যের বণিক সভাগুলি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে।

বাজেটকে উন্নয়নমুখী বলে উল্লেখ করেছেন ভারত চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এন জি খৈতান।

(বাইট- এন জি খৈতান)

রাজ্যের জন্য ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর ঘোষণা করা রাজ্যের ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসারিত করবে বলে মনে করেন মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের জিএসটি, পরোক্ষ ও রাজ্য কর পরিষদের চেয়ারম্যান সুশীল কুমার গোয়েল ।

বণিক সঙ্ঘ-অ্যাসোচ্যামের সভাপতি নির্মল কে. মিন্দা জানিয়েছেন, এবারের বাজেট দেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদন বা GDP বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে। কর কাঠামোর সরলীকরণ এবং কিছু ক্ষেত্রে সীমা শুল্কে ছাড়, সহজে ব্যবসা করায় সহায়ক হবে।

এবারের বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। বেশকিছু ওষুধের দাম কমানো হয়েছে। প্রবীনদের চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। হুগলির বাসিন্দা প্রবীণ নাগরিক মৃদুলা বসু বলেন, তাদের মতো মানুষদের জন্য সরকারের এই পদক্ষেপ স্বস্তিদায়ক।

(বাইট- মৃদুলা বসু)

****

নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র বিরুদ্ধে এই মামলা বলে জানা গেছে। আগামী বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে রাজ্যের এআইআর মামলার শুনানি রয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রীর দায়ের করা মামলাটির শুনানি হতে পারে।

অন্যদিকে আগামীকাল, নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের বৈঠকেও থাকবেন মমতা ব্যানার্জী।

****

মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামীকাল। ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে, ছাত্রীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬০৬ জন। ২'হাজার ৬৮২টি কেন্দ্রে সকাল ১১ টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে।

****